ঝড় থামবে ঃ— শ্রীপারাবত। গ্রন্থজগত, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩। আড়াই টাকা॥

বাংলা সাহিত্যের নামে বাজারে যে চুরি আর কচুরি পরিবেশন চলেছে, সেকথা চিন্তা করে অকুণ্ঠ চিত্তে বলব—রীতিমত আশান্বিত হয়েছি লেখকের কলমে, এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেলাম তার সাবলীল লেখায়। "ঝড় থামবে" তাই নোতুন কলমে এক সরেস উপাখ্যান।

তবু, উপন্যাসের উঠোনে যখন লেখক সাহসে ভর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেনই তখন উপন্যাসের বর্তমান দুর্দশার দু'একটা কথা না বলে পারছি না। আজ বাংলা উপন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দু'টো ভাগ চোখে পড়ে। একদল লেখক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা সুরু করেছেন। ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রসারিত করতে গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রায় ভুলে যান। এবং সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের একচক্ষু হরিণের মত দেখা জগতটাকেই একমাত্র সত্য বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগে যান। অপর দল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সমাজ আর ইতিহাস দেখাবার নামে যৌন-মশলা দিয়ে বাজারে এমন সব দিদি-বৌদি, সাহেব-গোলামদের ছেড়ে দিয়েছেন যে, আমরা সারা সমাজ ঘেঁটেও সে সব চরিত্রের হদিস্ সাধারণত পাই না। (বিশ্ব নিন্দুকরা বলেন, ওরা নাকি বিদেশী পাড়ার মানুষ!) তাই আশ্চর্য হয়ে যাই, যখন দেখি—এই সব প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যের মুদিখানায় "সম্"কে "সম" করার সমীকরণ জানেন, অথচ এদেশেরই ধুলো-মাটি মাখা মানুষগুলোকে নিয়ে তাঁরা ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের সমীকরণ করতে জানেন না। অবশ্য তৃতীয় একদল এসে মাঝে মাঝে সে-সমীকরণ করার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু হয় তাঁরা অল্পদিনেই ফুরিয়ে যান অভিজ্ঞতার অভাবে, নয়ত শিল্প-বোধের অভাবে তাঁদের উপন্যাসকে সার্বজনীন করে তুলতে পারেন না।

তৃতীয়দলের একজন সার্থক আগন্তুক হিসেবে যদি "ঝড় থামবে"র লেখককে পেতাম, তবে খুসীই হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার উপন্যাসের এমন কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ল, যা উল্লেখ না করে পারা গেল না। প্রথম কথা, লেখাটিকে উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা আছে। বইয়ের নায়ক, বিনুদার সদরপুরের গ্রাম্যজীবন থেকে কলকাতায় একশো পাঁচ নম্বর বস্তির বাসিন্দা পর্যন্ত, মধ্যবিত্ত জীবন-ভাঙনের যত বড় সত্য কাহিনীই থাকুক না কেন, স্থানে স্থানে তার স্কেচ্‌গুলো দানা বেঁধে উপন্যাসের কোঠায় পৌঁছুতে পারে নি। তাছাড়া কলকাতা জীবনের স্কেচ্‌গুলো কেমন যেন 'মেকানিকাল' হয়ে গেছে। ধাপার মাঠের পাশে হিউজেস্ রোডের বাগানে যে রজনীগন্ধা ফোটে, তার ক্রেতাদের নিয়ে একটু বেশী মাত্রায় নাটকীয়তা হয়ে যায়নি কি! কুষ্ঠরোগী মদনের কাছে খাদ্যের চেয়ে ফুলের দাম যত বেশীই হোক না কেন, লেখকের এই নোতুন কোণ থেকে সৌন্দর্য-দর্শনের চেষ্টা একেবারেই অবাস্তব। লেখাতে গোঁসাইজীকে যেরকম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তদনুযায়ী তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব সেরকম উপলব্ধি করতে পারলাম না। তাছাড়া নায়িকা ছবি তার নুলো শিব পূজোর মধ্যদিয়ে কলকাতার অভিজাত পাড়াতেও যে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত প্রেমের জয়গান দেখিয়েছে, তাতে লেখকের দুর্বলতাই ধরা পড়েছে বেশী।

তবুও বলব, এরকম দু'চারটে ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিলে, শ্রীপারাবতের "ঝড় থামবে" বইটি নিঃসন্দেহে চলতি বাজারের প্রথম শ্রেণীর লেখকদের বহু লেখার চাইতেই শ্রেষ্ঠ। তদুপরি এক নোতুন স্বাদ পেলাম বইটির মুখবন্ধে।

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত বলিষ্ঠ প্রচ্ছদপটটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। কারণ, সিল্ক স্ক্রীণ পদ্ধতিতে মুদ্রিত এক অভিনব রূপারোপ হয়েছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদে।

কুশল মিত্র

নাক নিয়ে নাকাল ঃ শিবরাম চক্রবর্তী ঃ এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী ঃ দাম দুটাকা।
বোরো বাদুরের ডাক ঃ ইন্দিরা দেবী ঃ এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী ঃ দাম দু টাকা

দুটো বই-ই কিশোরদের জন্য। দ্বিতীয়টিতে স্পষ্ট করে লেখা আছে 'কিশোর উপন্যাস' আর প্রথমটিতে তেমন কিছু লেখা না-থাকলেও 'ছোটদের জলসায় শিবরামবাবুর আরও কয়েকটি বই লেখা। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় লেখকের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে। তাঁর বয়স হয়েছে, যশও। এর বিজ্ঞাপন থেকে সিদ্ধান্তে পেঁছতে কষ্ট হয় না, "নাক নিয়ে নাকাল" কিশোরদেরই জন্য লেখা তাঁর কাছে আমরা কি এটুকুও আশা করবো না যে কিশোরদের জন্য লেখা বইয়ে থাকবে প্রবীণ লেখকের সংযম?

প্রথম গল্প, একলব্যের মুণ্ডপাত। আরম্ভেই লিখেছেন তিনি,—"সেকালের একলব্য গুরু-দেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে (দিয়ে, না দেখিয়ে?) অস্ত্রবিদ্যায় নায়ক হয়েছিল, আমার বন্ধু বটুকও তেমনিধারা এক একলব্য।" কয়েক লাইন পরেই আবার এক মন্তব্য—"গুরুর কাজই হচ্ছে ভক্তের ঘাঁড়-ভাঙা।" গল্পটিতে literally ঘাড় ভাঙা হয়েছে ভক্তের, এবং ঐ "গাঁজা" টুকুই এ-গল্পের বৈশিষ্ট্য কিন্তু উদ্ধৃত অংশগুলি বাদ দিয়ে শিবরামবাবু যদি গল্পটি পরিবেশন করতেন তাহলে কোন ক্ষতি হত কি? একলব্যের গুরুদক্ষিণার কাহিনীটির যে-মহাত্ম্য আমরা বারবার কিশোরদের মনে গেঁথে দিতে চাই সেটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ "দেখানো" বলে হাস্যরসসৃষ্টি করা ক্ষতিকর নয় কি?

এবার দ্বিতীয় গল্প "লাভপুরের ডিম"। মুরগীকে তাতিয়ে ডিম-পাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে একটা দৃশ্যে। "এক কাজ কর্। তুই ওর সামনে বসে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ কর। যেন তুই আরেকটা মুর্গি; ডিম পাড়ছিস্ কি ডিমে তা দিতে লেগেছিস্।" ইত্যাদি। 'লাভ' কথাটার Pun ও দৃশ্য থেকে আপনাকে রসগ্রহণ করতে হবে এই গল্পে!

তারপর, "নাক নিয়ে নাকাল", যে-নামে বইয়ের নাম। ড্রিল-মাষ্টারকে নিয়ে রঙ্গ করা হয়েছে এই গল্পে, আর দেখানো হয়েছে কেমন করে একটি ছাত্র তাঁকে বেকুফ বানালো হেড-মাষ্টারের কাছে। ড্রিল-মাষ্টার এক জায়গায় ছাত্রটির বিরুদ্ধে হেডমাষ্টারের কাছে নালিশ করার সময় বলছেন, "লিখেছে যে, বাল্যকালেই যদি এইভাবে পরের ইস্ত্রি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় তাহলে এই বয়সেই ওর চরিত্র ভয়ানক ক্ষণভঙ্গুর হয়ে যাবে।" কিশোরদের জন্য লেখা বইয়ে এই Pun-প্রচেষ্টা সাংঘাতিক নয় কি?

এরপরের চুটকি, "আস্তে আস্তে ভাঙতে হয়"। এতে বাজি ধরে ব্রিজ খেলার কথা আছে। "বেজায় রকম হারছে সিধু—হেরে হেরে ঢোল হচ্ছে। মাসকাবারের মাইনে প্রায় কাবার। সিধু বলছে, যে-মাটিতে পড়ে, লোকে ওঠে তাই ধরে। যে খেলায় টাকাগুলো মাটি হলো, তার থেকেই টাকাগুলো তুলতে হবে। টাকা মাটি—মাটি টাকা। বারবার বলছে সে, মত্তপুরুষের